**বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, বুধবার, ৩ আশ্বিন, ১৪২০, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সরকারি কর্ম কমিশনের জন্য আজকের দিনটি আনন্দের দিন। কারণ, প্রতিষ্ঠার প্রায় দীর্ঘ ৪০ বছর পর সরকারি কর্ম কমিশন তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে। নতুন ভবনে কমিশনের এই নবযাত্রার শুভ সূচনালগ্নে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা জানেন, সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ৮ই এপ্রিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সরকারি (প্রথম) কর্ম কমিশন এবং দ্বিতীয় কর্ম কমিশন গঠন করেন। পরবর্তীকালে The Bangladesh Public Service Commission Ordinance-1977 জারির মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় সরকারি কর্ম কমিশন একীভূত হয়ে বর্তমান সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪০ বছর অতিক্রান্ত হলেও কার্যকর কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন কার্যালয় এতদিন স্থাপিত হয়নি।

আমরাই ২০১২ সালে সরকারি কর্ম কমিশনের নামে জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে কর্ম কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করি।

তারই ফলশ্রুতিতে আজ থেকে সরকারি কর্ম কমিশনের নিজস্ব ভবনের যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

প্রজাতন্ত্রের ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা এবং ১ম ও ২য় শ্রেণীর সকল গেজেটেড কর্মকর্তা পদে নিয়োগদানের জন্য প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা সরকারি কর্ম কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। এছাড়া পদোন্নতি, উচ্চতর ক্যাডার পদে নিয়োগ/পদোন্নতি, চাকুরি নিয়মিতকরণ, প্রজাতন্ত্রের কর্মে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান, নিয়োগবিধি প্রণয়ন এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করাও কর্ম কমিশনের দায়িত্ব।

সংবিধানের ১৩৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগদান করে থাকেন।

আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মত সরকারি কর্ম কমিশনকেও শক্তিশালী করেছি। একে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছি। বাইরের প্রভাবমুক্ত থেকে বর্তমান কমিশন শতভাগ স্বচ্ছতা এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

অতীতে সরকারি কর্ম কমিশন সম্পর্কে নানাধরণের অভিযোগ ছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁস, দলীয় লোকজন নিয়োগসহ বিভিন্ন কেলেঙ্কারি কর্ম কমিশনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিল।

বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে একটি ভবন থেকে পাঠানো তালিকা অনুযায়ী কর্ম কমিশনে প্রার্থী বাছাইয়ের অভিযোগ সবার মুখে মুখে ছিল। ফলে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীরা তাঁদের প্রত্যাশিত চাকুরি থেকে বঞ্চিত হত। আর দেশ বঞ্চিত হত মেধাবী কর্মকর্তাদের সেবা থেকে।

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিয়েছি। নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কর্মপদ্ধতি ও নীতিমালা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে সকল নিয়োগ পরীক্ষায় অগণিত প্রশ্ন সেট তৈরি এবং পরীক্ষার দিন ২০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে প্রশ্নের সেট নির্ধারণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্ব রোধ করতে ২০ মিনিট পূর্বে সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন করা হয়।

কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ম্যানুয়াল নিয়োগ কার্যক্রমকে ২০১২ সাল থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে উন্নীত করা হয়েছে। আগে প্রার্থীদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রচুর অর্থ ও শ্রমঘন্টা ব্যয় করে ঢাকায় এসে আবেদনপত্র জমা দিতে হত।

অনলাইন পদ্ধতি চালুর ফলে প্রার্থীগণ এখন ঘরে বসে বা গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের কম্পিউটার সেন্টারে বসে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে পারে। প্রার্থীরা নিজের মোবাইলফোনে পরীক্ষার তারিখ, আসনব্যবস্থা ও ফলাফল জানতে পারছে।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর ৫টি বিসিএস পরীক্ষায় সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য ১০ হাজার ১১০ জন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করেছে।

৩৩তম বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী এক মাসের মধ্যে আরও ৮ হাজার ৯৩৭ জন প্রার্থীকে বিসিএস এর নিজস্ব ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন হতে সুপারিশ করা সম্ভব হবে।

৩৪তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। শীঘ্রই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের সময়ে ৭টি বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

তাছাড়া এ সময়ে বিভিন্ন নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে ৩ হাজার ৯৫জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য কমিশন সুপারিশ প্রদান করেছে।

এছাড়াও এ বছর অক্টোবর মাসের মধ্যে আরও ১ হাজার ৯০৬ জন ২য় শ্রেণীর নন-ক্যাডার কর্মকর্তাকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হবে বলে কমিশন আশা করছে।

সুধিমন্ডলী,

পদ স্বল্পতার কারণে বিসিএস এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রার্থীকে ক্যাডার পদে চাকরি প্রদান করা সম্ভব হত না।

বিসিএস পরীক্ষায় এ ধরণের কৃতকার্য প্রার্থীদের ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য আমরা ২০১০ সালে নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালা জারি করি।

এই বিধিমালার আওতায় বর্তমান কমিশন ২৮, ২৯, ৩০ এবং ৩১তম বিসিএস এর সর্বমোট ৯৭১ জন প্রাথীকে ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। সুপারিশ অনুযায়ী তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য আমরা ২০১২ সালে ১% কোটা নির্ধারণ করি। ৩১ এবং ৩২তম বিসিএস-এ প্রশাসন, শুল্ক ও আবগারী এবং শিক্ষা ক্যাডারে মোট ৩জন প্রার্থীকে কমিশন নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছে।

পূর্বে একটি বিসিএস পরীক্ষা সম্পন্ন করতে যেখানে ৩ বছর সময় লাগত, ডিজিটালাইজ ব্যবস্থাপনা চালুর ফলে বর্তমানে তা দেড় বছরে নেমে এসেছে।

আমরা The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Act 2012 জাতীয় সংসদে পাশ করেছি। এতে কমিশনের চেয়ারম্যানের বেতনভাতা এবং সুযোগসুবিধা মন্ত্রিপরিষদের সচিবের সমান এবং সদস্যদের বেতনভাতা সচিবদের সমমানে উন্নীত করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার ব্যাপক সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনতে ই-গভর্ন্যান্স চালু করা হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ২ লাখ ৫২ হাজার পদ সৃজন করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের অবসরের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অবসরের বয়সসীমা আমরা ৫৯ থেকে ৬০ এ উন্নীত করেছি।

আমরা প্রশাসনের বিভিন্নস্তরে উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত আড়াই হাজারের বেশি কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়েছি।

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল নথী ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমের কাজ চলমান রয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সরকার। যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি আমরা সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি। মানুষের ভাগ্যোন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের মাথাপিছু আয় ইতোমধ্যে ১০৪৪ ডলারে পৌঁছেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের আগেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া। এজন্য সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন দক্ষ এবং জনবান্ধব প্রশাসন।

আর দক্ষ, সৎ এবং মেধাবী লোকবল বাছাইয়ের দায়িত্ব সরকারি কর্ম কমিশনের। সরকারি কর্মকশিন সব ধরণের প্রভাবমুক্ত থেকে উপযুক্ত লোকবল বাছাইয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে - এটাই আমার প্রত্যাশা।

২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এ সংগ্রামে আমি সবাইকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাই।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।